তারিখ 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রথম আলো

বহিরাগতদের বিরুদ্ধে এফ রহমান হলে অভিযান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে বহিরাগতদের ধরতে গভীর রাতে পুলিশ নিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে হল প্রশাসন। এর প্রতিবাদে হলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার উসকানিতে ভাঙচুর করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ও প্রাধ্যক্ষ হল ছাড়তে বাধ্য হন।

গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক শিক্ষার্থী *প্রথম আলো*কে বলেন, বহিরাগতদের ধরতে হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকেরা মধ্যরাতে পুলিশ নিয়ে তল্লাশিতে যান। রাত একটা পর্যন্ত তিনজনকে আটক করে পুলিশে দেন। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেলেও কক্ষ না ছাড়া কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকেও হল ছাড়তে তাগাদা দেন প্রাধ্যক্ষ। এঁদের মধ্যে ছাত্রলীগের সদ্য গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহ-জালালও ছিলেন। দুজনই প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন।

এর কিছু সময় পরই হঠাৎ একদল শিক্ষার্থী হলের দোতলার বারান্দার বাতি নিভিয়ে গেমস রুমের জানালার কাচ ভাঙচুর শুরু করেন এবং চিৎকার করে পুলিশসহ প্রাধ্যক্ষকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। তাঁরা রড দিয়ে প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের কার্যালয়ে হামলা চালান। মুখে গামছা বেঁধে তাঁরা অতিথি কক্ষ ও কয়েকটি সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেছেন, ছাত্রলীগের কর্মীরাই মুখে গামছা বেঁধে ভাঙচুরে অংশ নেন।

এঁদের আক্রমণাত্মক আচরণের মুখে প্রাধ্যক্ষ আবাসিক শিক্ষক ও পুলিশ নিয়ে হল ত্যাগ করেন। কিছু শিক্ষার্থী হলের ফটকের সামনে 'এক দফা, এক দাবি, প্রভোস্ট (প্রাধ্যক্ষ) তুই কবে যাবি', 'পুলিশ দিয়ে হল তল্লাশি, প্রশাসন জবাব চাই' এসব স্লোগান দিতে থাকেন।

পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী ও ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি সায়েম খান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

মুখে গামছা বেঁধে ভাঙচুর

হলের প্রাধ্যক্ষ আফতাব উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আপনাদের (*প্রথম আলো*) নিউজ শতভাগ সত্য। সব বহিরাগতদের দখলে। কিন্তু কিছু করতে গেলে দেখলেনই তো অবস্থা'

মুখে গামছা বাঁধা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা নিজেদের হলের শিক্ষার্থী পরিচয় দিয়ে বলেন, প্রাধ্যক্ষ বিভিন্ন সময় তাঁদের ডেকে নিয়ে হয়রানি করেন। হলে শিক্ষার্থীরা কী করেন, তা দেখার জন্য সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। এ নিয়ে আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল। পুলিশ নিয়ে তল্লাশি করতে গেলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আফতাব উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আপনাদের (*প্রথম আলো*) নিউজ শতভাগ সত্য। সব বহিরাগতদের দখলে। কিন্তু কিছু করতে গেলে দেখলেনই তো অবস্থা।'

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে আফতাব উদ্দিন বলেন, 'আমি আপনাদের দেওয়া কথা রেখেছি। হলে অভিযান চালিয়েছি। এখন শিক্ষার্থীরা যদি নিজেদের ভালোটা না বোঝে, তাহলে কী করা যাবে। এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকা বহিরাগতকে ধরে নিয়ে আসলাম। পরে অবৈধ ছাত্রলীগ নেতাদের ইন্ধনে তারা ভাঙচুর শুরু করে। তারাই ছাত্রদেরকে খারাপ পথে চালিত করছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে বহিরাগতদের এবং অছাত্রদের দখল নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলো*তে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়।